bracseed

ট্রাইকোম্যাক্স

ক্ষতিকর ছত্রাক, নেমাটোড ইত্যাদি জীবাণু দমনে

- **ট্রাইকোম্যাক্স** একটি সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ও নিরাপদ ফর্মুলেশন, যা ক্ষতিকর জীবাণু ও রোগ প্রতিরোধে অত্যন্ত কার্যকর।
- মাটিবাহিত সকল ছত্রাকজনিত রোগ প্রতিরোধ করে
- মাটির খাদ্য সরবরাহের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে
- মাটিতে অবস্থিত নেমাটোড ধ্বংস করে

ব্র্যাক সিড অ্যান্ড অ্যাগ্রো এন্টারপ্রাইজ

ট্রাইকোম্যাক্স

জৈব প্রতিরোধকঃ **ট্রাইকোম্যাক্স** অর্গানোক্লোরিন, অর্গানোফসফেট ও কার্বামেট জাতীয় বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ ভেঙে ফেলে।মাটির গঠন উন্নত করে এবং পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

উদ্ভিদের বৃদ্ধি বর্ধনঃ **ট্রাইকোম্যাক্স** ফসফেট, আয়রন এবং অন্যান্য অনুখাদ্য (মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট) উদ্ভিদে সহজে গ্রহণযোগ্য রূপে সরবরাহ করে। উদ্ভিদের বৃদ্ধি উদ্দীপক হরমোন যেমন: অক্সিন ও ইনডোল-৩ এসিটিক এসিড উৎপাদন সহায়তা করে, যা মূলের বিকাশ ত্বরান্বিত করে। ফলে উদ্ভিদের পুষ্টি ও পানি শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং খরা সহনশীলতা বৃদ্ধি পায়। মাটিবাহিত রোগ দমনে অধিক কার্যকর হওয়ায় বীজের অংকুরোদগমের হার বৃদ্ধি পায়। একইসাথে পাতার বৃদ্ধি বাড়িয়ে উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করে।
পরিশেষে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ফসলের প্রাথমিক বৃদ্ধি ও সামগ্রিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করে।

রোগ দমনঃ **ট্রাইকোম্যাক্স** কার্যকরী জৈব (ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, নেমাটোড ইত্যাদি) নিয়ন্ত্রক। রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাক গোত্র ফিউজারিয়াম, ফাইটোপথোরা, অলটারনারিয়া, রাইজকটনিয়া, পিথিয়াম, স্কেলেরোসিয়া প্রভৃতি সফলভাবে দমন করে। মাটিবাহিত রোগ দমনে অধিকতর ব্যবহৃত হয়।

টমেটো আর্লি ব্লাইট | ফাঙ্গাল উইলটিং | পাউডারী মিলডিউ | মূল পঁচা | কাণ্ড পঁচা

ট্রাইকোম্যাক্স কার্যপদ্ধতিঃ

ট্রাইকোম্যাক্স অন্যান্য ছত্রাকের রাইজোস্ফিয়ারে (মূলাঞ্চল) কলোনি গঠনে প্রতিযোগিতা করে, ফলে ক্ষতিকর ছত্রাকের বৃদ্ধি ও রোগ সৃষ্টির হার কমে যায়।

ট্রাইকোম্যাক্স অ্যান্টিবায়োটিক ও টক্সিন (যেমন: ট্রাইকোথেসিন, ট্রাইকোডার্মিন) উৎপাদন করে সরাসরি ক্ষতিকর ছত্রাককে ধ্বংস করে।

ট্রাইকোম্যাক্স ক্ষতিকর ছত্রাকের হাইফাকে রিং-এর মতো নিজের হাইফা দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে এবং বিষাক্ত এনজাইম প্রবেশ করায়। এই প্রক্রিয়া বিশেষভাবে *Fusarium, Phytophthora* এবং *Sclerotium* গোত্রের ছত্রাকের ক্ষেত্রে কার্যকর।

ট্রাইকোম্যাক্স ব্যবহার পদ্ধতিঃ

- **বীজ শোধনঃ** ১ কেজি বীজ শোধনের জন্য ৩০ গ্রাম **ট্রাইকোম্যাক্স** পাউডার ব্যবহার করতে হবে। বীজ বপনের আগে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে।
- **চারা শোধনঃ** ৫-১০ গ্রাম **ট্রাইকোম্যাক্স** পাউডার ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে কাটিং বা চারার শিকড় ১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে। এরপর চারা মূল জমিতে রোপণ করতে হবে।
- **মাটি শোধনঃ** একর প্রতি ১.৫-২ কেজি **ট্রাইকোম্যাক্স** শেষ চাষের পূর্বে জমিতে ছিটিয়ে দিতে হবে।
- **আক্রান্ত গাছের চিকিৎসাঃ** ৩-৫ গ্রাম **ট্রাইকোম্যাক্স** প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে গাছের আক্রান্ত অংশ, মাটিসহ গোড়া ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। রোগের লক্ষণ দেখা দেয়ার প্রথমিক অবস্থায় **ট্রাইকোম্যাক্স** ৫-৭ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

সতর্কতাঃ শুষ্ক ও ঠাণ্ডা ছায়াযুক্ত স্থানে, আগুন হতে দূরে, শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

ব্র্যাক কৃষি তথ্য সেবা কল সি ০৯৬০৬১৬২৬৩৬

ISO 9001:2015 CERTIFIED

a **BRAC** social enterprise

বাজারজাতকারক:
ব্র্যাক সিড অ্যান্ড অ্যাগ্রো এন্টারপ্রাইজ
BRAC at 66-৬৬, মহাখালী, ঢাকা-১২১২, ফোন: ০২-২২২২৮১২৬৫-৭২